ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার কারিনা
পৃঃ ৫

টেস্টে আগ্রাসি ক্রিকেটই পছন্দ ধোনির
পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৯৫ ● কলকাতা ● ১৭ কার্তিক, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অব্যাহত জম্মু - কাশ্মীরে এনকাউন্টার, অনন্তনাগে খতম ২ জঙ্গি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সকাল থেকেই জম্মু - কাশ্মীরে চলছে এনকাউন্টার। শনিবার অনন্তনাগে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হল দুই জঙ্গি। পাশাপাশি শ্রীনগরের খানিয়ারে দুই থেকে তিনজন সন্ত্রাসীকে ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। জানা গিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে খানিয়ারে একজন শীর্ষস্থানীয় অ-স্থানীয় কমান্ডার ।জম্মু- কাশ্মীরে লাগাতার এই হামলা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লাহ। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, 'হামলাকারীদের ধরতে হবে তাহলেই আমরা জানতে পারব এই সন্ত্রাসীদের পেছনে কারা রয়েছে। এটা নিয়ে তদন্ত করা উচিত।' বলা বাহল্য, সম্প্রতি জম্মু- কাশ্মীরে হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচন শেষ হতে না হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভূস্বর্গ। তাতেই বাড়ছে উদ্বেগ।বলা বাহুল্য, এদিন সকালে শ্রীনগরের খায়নার এলাকায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যৌথ অভিযান শুরু করে। সামনে এসেছে সেই অভিযানের ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, আর সন্ত্রাসীরা একটি বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে অবিরাম গুলি চালাচ্ছে। আর সেটা নজরে আসতেই নিরাপত্তা কর্মীরা ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলে। শুরু হয় গোলাগুলি। তাতেই নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে খতম হল দুজন জঙ্গি।উল্লেখ্য , ২৪ ঘণ্টা আগেই শুক্রবার বান্দিপোরা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল । শুধু তাই নয় ২৮ অক্টোবর আখনুর সেক্টরে

এরপর ৩ পাতায়

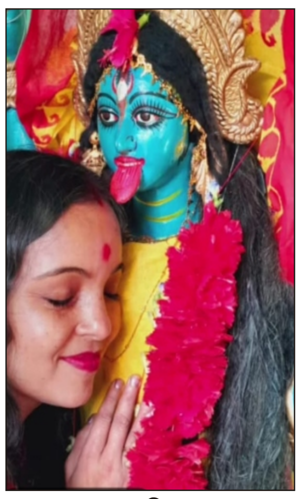

জয় কৃষ্ণ কালী মায়ের জয়

চেয়েও পাননি শাহ সাক্ষাৎ, মন ভেঙেছে আর জি করের নির্যাতিতার বাবার

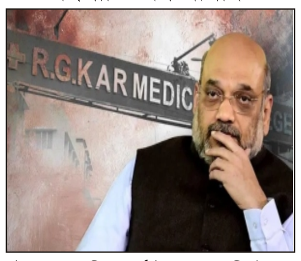

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিঠি দিয়ে আবেদন করেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দেখা না পাওয়ায় মন ভেঙে গিয়েছে আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের। অভয়া কাণ্ডের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় এসে ১৭ ঘণ্টা ছিলেন। তিনি আসার অনেক আগেই ই-মেল করে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী বলে জানান অভয়ার বাবা-মা। কিন্তু তিনি রাজ্যের একাধিক কর্মসূচির

এরপর ৩ পাতায়

শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেসে ব্যাপক রদবদল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উৎসবের পালা মিটিয়ে এবারে উপনির্বাচন। বাংলার ছয় বিধানসভায় উপ নির্বাচন ।আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্র নৈহাটি, তালড্যাংরা, মেদিনীপুর, হাড়োয়া, মাদারিহাট এবং সিতাই-এ উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই শাসক এবং বিরোধী উভয়পক্ষই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে।ভোট মিটলেই সংগঠনে, পুরসভা এমনকি পঞ্চায়েত-জেলা পরিষদেও রদবদল হবে বলে খবর। অভিষেক আগেই বলেছিলেন, দলে কার কী ভূমিকা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। সংগঠনের নানা পদে যারা আছেন, তাদের পারফরম্যান্স রিভিউ করছে দল। কোনোরকম গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না। ২০২৬ সালে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই দলের সাংগঠনিক রদবদল করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।আপাতত সকলের নজর এই ভোটের দিকে। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে ভোট মিটলেই সংগঠনের একাধিক ক্ষেত্রে রদবদল আনতে চলেছে তৃণমূল।

শোনা যাচ্ছে ভোট মিটলেই বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। একাধিক শীর্ষ পদের পাশাপাশি ব্লক, অঞ্চলের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রেও রদবদল আনা হতে পারে। আগেই অবশ্য এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই শহিদের মঞ্চ থেকে সংগঠনে রদবদলের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক বলেছিলেন পারফরম্যান্স ঠিক না হলে ফল পাওয়া যাবে।

জুলাই থেকে নভেম্বর, কেটে গিয়েছে কয়েকটা মাস। মাঝে বেশ কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিশ্রামে ছিলেন অভিষেক। সম্প্রতি মার্কিন মুলুক থেকে চোখের অপারেশন করে ফিরে এসেছেন তিনি। আর অভিষেক ফিরতেই সংগঠনে রদবদলের জল্পনা আরও জোড়ালো হয়েছে। কিছুমাস আগেই হাতে এসেছে লোকসভা ভোটের ফলাফল। বাংলায় তৃণমূল বিপুল ভোটে

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে, অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)
ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা
ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ
সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি এমএসসি অনার্স ও একজন কম্পিউটার টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

- সরবেড়িয়া আন নূর মিশন — সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
- নিউ বিশ্বাস জেরক্স — মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬
- আদর্শ শিশু নিকেতন — ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০
- সাগরিকা লাইব্রেরী — বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭
- আরফান আলি বিশ্বাস — দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

শাসক দলে তৃণমূলের বিধায়কের

সন্ধান চাই এমনই পোষ্টার মারল তৃণমূল

বেবি চক্রবর্ত্তী : বসিরহাট : নিউজ সারাদিন : দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে লোকসভা উপনির্বাচন। এমন সময়ে বসিরহাট উত্তরের বিধায়কের সন্ধান চেয়ে পোস্টার পড়ল তাঁরই বাড়ি ও অফিসের সামনে। তৃণমূল কংগ্রেস সম্মান রক্ষা কমিটি নামে পোস্টার ফেলা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের পর থেকে বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায়নি। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার মধ্যে মুরারিশায় তৃণমূল বিধায়ক রফিকুল ইসলামের বাড়ি। শনিবার সেখানেই একাধিক জায়গায় তাঁর বিরুদ্ধে ছবি সহ পোস্টার পড়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে, 'এই ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম। পেশায় বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক। আগে বিধানসভায় যেতেন লাল পোশাকে, পরবর্তীতে সবুজ পোশাকে। এঁর দুই বিয়ে, দুই স্ত্রীর কাছে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কেউ এনাকে পেয়ে থাকেন দয়া করে ফোন করে জানাবেন।' একই সঙ্গে একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রফিকুল ইসলাম আগে সিপিএমের বিধায়ক ছিলেন। পরে তিনি জার্সি বদলে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২১ সালে তিনি তৃণমূলের টিকিট পান। চলতি বছরের লোকসভা ভোটের সময়ে তৃণমূলের হয়ে প্রচার সারতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, বিধায়ক হওয়ার পর থেকে দলের কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায় না রফিকুল ইসলামকে। ফলে দলের অন্দরে কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে।

ফালাকাটা ও কুমারগ্রামে ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে

দুই শিশু কে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। পাল্টা গণপ্রহারে মৃত্যু হয় এক অভিযুক্তের

বেবি চক্রবর্ত্তী : আলিপুরদুয়ার : নিউজ সারাদিন : ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অন্য এক দোষীর শাস্তি চেয়ে শনিবার আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার খগেনহাটে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। অভিযুক্তকে জনতার হাতে তুলে দেওয়ার দাবিও ওঠে। শনিবার দুপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। এই ঘটনায় অপর অভিযুক্ত মোনা রায় (৪০) শুক্রবার গণপিটুনিতে মারা যায়। শনিবার নাবালিকাকে 'ধর্ষণ ও খুন'-এর ঘটনায় ধৃত মোনার আত্মীয় ভক্ত রায়ের ফাঁসির দাবি করেন স্থানীয়রা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দেখানো হয় বিক্ষোভ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় ও আইসি সমিত তালুকদার। তাঁদের দেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ দিন শনিবার ওই শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন নাবালিকার বাবা।তিনি জানান, শুক্রবার মাংস খেতে চেয়েছিল তাঁর মেয়ে। মাঠ থেকে ফিরে তিনি মাংস কেনার জন্য যাচ্ছিলেন। সেই মেয়েই আর বাড়ি ফিরবে না, তা মানতে পারছেন না তিনি। কান্না জড়ানো গলায় তিনি বলেন, 'আমি অভিযুক্তের ফাঁসি চাই'। ফালাকাটায় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরে কুমারগ্রামেও ধর্ষণ! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় ধর্ষণের শিকার হল আরও এক নাবালিকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ বছরের এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ওই যুবক তাকে নদী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ওই নাবালিকা এখন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। অভিযুক্ত ওই প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভাইফোঁটা বয়কট বাউল গানে,

অভয়া বোনেরা আজও বিচার পেলো না তাই স্বপন দত্ত বাউল এবছরে ভাই ফোঁটা নেবে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন; এবছরে বোনের কাছে ভাই ফোঁটা নেব না বলে মনের দুঃক্ষে ভাই ফোঁটা নিজের জন্য বয়কট করলেন নারী নির্যাতন ও নারী নিগ্রহের প্রতিবাদী বাউল শিল্পী। তিনি বাংলার মা , বোনদের কারো বাউল ছেলে , করো বাউল ভাই, আবার কারো বাউল দাদা। রাজ্যের এবং দেশ বিদেশের কাছে জনপ্রিয় রাজ্যের আইকন নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ। যেহেতু সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় প্রতিদিনই নারী নির্যাতন গণ ধর্ষণ ঘটে চলেছে সেহেতু রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে তিনি গ্রামে গ্রামে পথের ধারে গাছ তলায় বসে মা বোনদের মাঝে ভাই ফোঁটা বয়কটের ডাক দিলেন , তার লেখা সুরে এবং নিজে তবলা সঙ্গত করে বাউল গানে। উদাস বাউল আপন মনে গেয়ে চলেছেন " বোনের হাতে ভাই ফোঁটা এবছরে নেব না । কবে পাবে অভয়া বোনেরা বিচার ? পেলো না অভয়া বোনেরা বিচার , ভাইফোঁটা তাই এ বছরে নেবো না "।। উদাস বাউলের উদার কণ্ঠে মা বোনেদের রক্ষা করতে মা বোনেরা যাতে নিরাপত্তা সুরক্ষার পায় তার দাবিতে গানে মুগ্ধ হয়ে গ্রাম বাংলার মা বোনেরা দলে দলে ছুটে এসে তাদের প্রিয় বাউল ছেলে, বাউল ভাই ,বাউল দাদার পাশে ভিড় জমায়। গ্রামের মা বোনরা তাদের করতালিতে সম্মান জানিয়ে বাউল কে উৎসাহিত করেন। স্বপন বাউল গানে গানে আরও বলেন যে " আর যেনো কোনো নারী ,মেয়ে,মা,বোন, অভয়ারা কেউ না মরে , মায়ের কোল শূন্য আর যেনো হয় না রে। অভয়া বোনেরা নেই , তাই ভাই ফোঁটা আমাকে কে দেবে বলো না। তাই এবছরে ভাই ফোঁটা আমি নেব না "। এমন ভাবে এর আগে কোনো বাউল জেলায় জেলায় গ্রামে ঘুরে ঘুরে রাস্তার ধারে গাছ তলায় বসে মা বোনদের রক্ষা করা, নিরাপত্তা সুরক্ষার চাওয়া, নারী জাতিকে নির্যাতন করে গণ ধর্ষণ করে নৃশংস হত্যা খুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিচার চেয়ে শাস্তি চেয়ে প্রতিবাদী ভঙ্গিমায় সরব হতে কখনো কাউকে দেখা যায় নাই। গ্রাম বাসীরা অনেকেই বললেন সত্যিই তো বাংলায় মা , বোনদের মেয়েদের সুরক্ষা নিরাপত্তার কোথায় ? প্রতিদিনই তো কোথাও না কোথাও নারী নির্যাতন ঘটে চলেছে । সেখানে রাজ্যে এমন একজন প্রতিবাদী মুখ বাউল শিল্পী উনি আবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী মা বোনদের রক্ষা করতে ছুটে বেড়াচ্ছেন এপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে যেটা বাংলার মা বোনদের কাছে গর্বের। কেউ কেউ বলল আরে রাষ্ট্রপতির আসল শিল্পী কে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন বলেই এই বাউলকে তার বাড়িতে দুর্গা পূজার সময় চার দিন নিয়ে গেছেন ও গান শুনেছেন । রাষ্ট্রপতি ওনাকে একতারা কোল ডুগী উপহার স্বরূপ পুরস্কার দিয়েছেন । কই আর বাংলার অন্য কোনো বাউল লোক শিল্পীকে তো এমন ভাবে কাছে টেনে নেন নাই । সুতরাং আমাদের এই স্বপন দত্ত বাউল কারো ভাই , কারো দাদা , কারো ছেলে এটা ভেবেই আমরা গর্বিত, অমরা মুগ্ধ গ্রাম বাংলার মা বোনেরা ও গ্রামের মানুষ জন।

বাংলার ৫ পুলিশ আধিকারিককে

সম্মানিত করল কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি বারবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দুর্নীতি রোধ ও অপরাধ দমনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিরোধীরা পুলিশকে তৃণমূলের 'ক্যাডার' বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু সমস্ত অভিযোগের মধ্যেও কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ পুলিশ আধিকারিককে সম্মানিত করে সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে।উল্লেখ্য, আরজি কর ঘটনার আবহে সম্প্রতি

এরপর ৩ পাতায়

ভাইফোঁটার বাজারও আগুন, সবজি, মাছ-মাংস কিনতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা গৃহস্থের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো শেষ। এবার পালা ভাইফোঁটার। শনিবার সকাল থেকে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভাইফোঁটার প্রস্তুতি। সারাবছর ব্যস্ততার মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ না হলেও এইদিনে এক জায়গায় হন ভাইবোনেরা। হইহুল্লোড় যেমন হবে, তেমনই আবার কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়াও চাই।এক ধাক্কায় অনেকখানি দাম বেড়েছে ফলেরও। আপেল বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২০০ টাকায়, বেদানা ২৫০-৩০০, নাসপাতি ১৫০-২০০, পেয়ারা ও শশা ৬০-৮০, আনারসের ১০০ টাকা। তবে দাম যতই চড়া হোক, বছরের এই একটা দিনে ভাইয়ের পাতে পছন্দের খাবার তুলে দিতে সকাল থেকেই ভিড় বাজারে। সবজি, মাছ, মাংসের পাশাপাশি মিষ্টির দোকানেও লম্বা লাইন ক্রেতাদের।তাই ব্যাগ হাতে বাজারে গৃহস্থের ভিড়। কিন্তু ভাইফোঁটার আগের দিন থেকেই বাজার আগুন। রীতিমতো পকেটে ছেঁকা দিচ্ছে সবজি থেকে মাছ, মাংস, ফল, মিষ্টির দাম।

চলতি বছর পুজোর ঠিক আগেই দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার ফলে পচে যায় প্রচুর শাকসবজি। তাই স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে দাম। চন্দ্রমুখী আলুর দাম ৩৬ টাকা কেজি। জ্যোতি ৩০-৩২ টাকা। বেগুন বিক্রি হচ্ছে ১৫০-১৭০ টাকা কেজিতে, পটল ৮০, কাঁচালঙ্কা ২০০-২৫০, টম্যাটো ১০০-১২০, বিনস ১০০ টাকায়। ফুলকপি, বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে ৫০-৭০ টাকা প্রতি পিসে।শুধু সবজির বাজারই নয়, একই অবস্থা মাছ-মাংসের বাজারেরও। কলকাতার বাজারে এক কেজি ইলিশের দাম ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকার কাছাকাছি। দেড় কেজি ওজনের দাম ঘোরাফেরা করছে আঠারোশোর মধ্যে। ভাইফোঁটা আর তাতে পাবদা, ভেটকি থাকবে না তা হয় নাকি? বাজারে পাবদা বিকোচ্ছে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা দরে। ভেটকির দাম ৫০০-৫৫০ টাকা। পারশে মাছ এক কেজি প্রায় ৫০০ টাকা, মাঝারি মাপের বাগদার দাম ৮০০ টাকা। মুরগির মাংসের দাম কলকাতার বাজারে ঘোরাফেরা করছে ২৫০-এর মধ্যে। খাসির মাংসের দাম প্রতি কেজি এক হাজার টাকার আশেপাশে।

ইসকনকে 'র' এজেন্ট ও জঙ্গি সংগঠন আখ্যা বিএনপি নেতার, পাল্টা মামলার হুমকি

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : ধর্মীয় সংগঠন হিসাবে গোটা বিশ্বেই পরিচিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘ (ইসকন)। অথচ সেই সংগঠনকেই এবার ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর এজেন্ট হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন বিএনপি নেতা তথা বাংলাদেশে নব্য রাজাকার বাহিনীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মাহমুদুর রহমান। আর তাতেই চটেছেন ইসকনের শীর্ষ পদাধিকারীরা। বাংলাদেশে ইদানিং সংখ্যালঘুদের উপরে যে নির্মম নির্যাতন চলছে তার নিন্দা জানিয়ে চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বলেন, 'আমরা সংখ্যালঘুদের ন্যায্য আট দফা দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং সনাতনীদের প্রতিমা, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ভাঙচুর, লুট, অগ্নিসংযোগ, পুলিশ-শিক্ষকদের লাঞ্ছনা করে অব্যাহতি দেওয়া এবং ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।' ইসকন নিয়ে মাহমুদুরের বক্তব্য শান্তিপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক সংগঠনের বিরুদ্ধে জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করেছেন ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'মাহমুদুরের অযাচিত ও ভিত্তিহীন বক্তব্য

এরপর ৪ পাতায়

প্রশান্তের কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় এক ডজন নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে 'পরামর্শ' দিয়েছেন তিনি। সাহায্য করেছেন প্রচারের কৌশল নির্ধারণে। বিহারে বিজেপি-জেডিইউ জোট, পঞ্জাবে কংগ্রেস, অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াইএসআর কংগ্রেস, তামিলনাড়ুতে ডিএমকের পাশাপাশি বাংলার তৃণমূলও রয়েছে সেই তালিকায়। কিন্তু চলতি বছরের লোকসভা ভোটে বাংলায় পিকের পূর্বাভাস মেলেনি। গত এপ্রিলে ভোটপর্বের মাঝে পিকে জানিয়েছিলেন, লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বেশি আসন পাবে বিজেপি। পিকে বলেছিলেন, "আপনাদের শুনে আশ্চর্য মনে হলেও আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে এক নম্বর দল হতে চলেছে বিজেপি।" কিন্তু ভোটের ফল বলছে, তৃণমূলের অর্ধেক আসনও আসেনি বিজেপির ঝুলিতে। পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা ভোটের পরই পরামর্শদাতার ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন পিকে। আনুষ্ঠানিক ভাবে 'আইপ্যাকে'র সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না বলেও জানিয়ে দেন তিনি। তবে তাঁর তৈরি সংস্থা 'আইপ্যাক' তৃণমূলের পরামর্শদাতা হিসেবে রয়ে গিয়েছে। গত বছর পঞ্চায়েত ভোটের আগেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক টানা দু'মাসের যে জনসংযোগ কর্মসূচি নিয়েছিলেন, তার ব্যবস্থাপনাতেও পিকের তৈরি সংস্থার 'ভূমিকা' ছিল বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

ভোটকুশলী সেই প্রশান্ত কিশোর (পিকে) তাঁর গ্রাহক রাজনৈতিক দলগুলির থেকে কত টাকা পারিশ্রমিক নিতেন, তা নিয়ে জল্পনা ছিল দীর্ঘ দিন ধরেই।এ বার পিকে নিজেই জানিয়ে দিলেন সে কথা। তাঁর গড়া রাজনৈতিক দল 'জন সুরাজ পার্টি'র এক কর্মসূচিতে শুক্রবার বিহারের বেলাগঞ্জে পিকে জানান, নির্বাচনপিছু তাঁর দক্ষিণার অঙ্ক অন্তত ১০০ কোটি টাকা! তিনি বলেন, "এখন অন্তত ১০টি রাজ্যের সরকার আমার পরামর্শের জোরে গঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র একটি নির্বাচনে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি নিয়েছি।" অর্থাৎ, নীলবাড়ি দখলের লড়াইয়ে তৃণমূলকেও এই পরিমাণ টাকাই দিতে হয়েছে।প্রসঙ্গত, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে

ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরকে বাংলায় নিয়ে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিশ্রমিক নিয়ে তৃণমূলের ভিত মজবুত করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি। অভিষেক-পিকে জুটিই ছিল ২০২১ সালে নীলবাড়ির লড়াইয়ে তৃণমূলের অন্যতম চালিকাশক্তি। ২০২১ সালে তৃণমূলের হয়ে ভোটের কৌশল রচনা করার সময় পিকের মন্তব্য ছিল, ভোটবাক্সে বিজেপি তিন অঙ্কের সংখ্যা পেরোলে ভোটকুশলীর পেশা ছেড়ে দেবেন তিনি। তা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি তাঁকে। কিন্তু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর দেখা যায়, প্রশান্তের কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে।

মার্কিন ভোটবাক্সেই বিশ্বের ভবিষ্যৎ

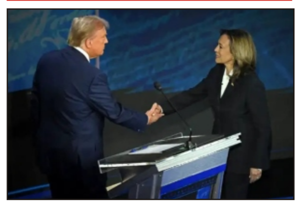

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর মাত্র কয়েকদিন। আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন মুলুকের নির্বাচন। কে হবেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট, সেদিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। আসলে কেবলই একটি দেশের নির্বাচন মাত্র নয়। আমেরিকার ভোটবাক্সে লুকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বের অভিমুখ। রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, এবছরটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড়' বছর। গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভারতেরও নজর যে মার্কিন নির্বাচনের দিকে পুরোদস্তুর থাকবে তা বলাই বাহুল্য। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প জিতলেই নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক বেশি খুশি হবে। কমলা হ্যারিসের ভারত-যোগ যতই গভীর হোক, মোদি সরকারের কাছে ট্রাম্পই যে প্রথম পছন্দ তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মোদি ও ট্রাম্পের অতীত সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। ২০১৯ সালের টেক্সাসে ট্রাম্পের প্রচারে নেমে পড়তে দেখা গিয়েছিল মোদিকে। ভারতের নজরে রয়েছে ট্রাম্পের কট্টর চিন-বিরোধী অবস্থানের দিকেও। রিপাবলিকান নেতা ক্ষমতায় এলে যে অগ্রাধিকারের তালিকায় পাকিস্তানের থেকে ভারতই বেশি গুরুত্ব পাবে সেটা ধরেই নেওয়া যায়। ট্রাম্প-পুতিন সখ্যও ভারতকে স্বস্তি দেবে। তাছাড়া ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলে যে বেজিংয়ের অস্বস্তিও বাড়বে তাও নিশ্চিত। অন্যদিকে কমলা হ্যারিস কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন কোনও দুর্বলতা দেখাননি

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেসে ব্যাপক রদবদল!

জয় হলেও শহরাঞ্চলে ভোটের ফল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভায়, ব্লকে, ওয়ার্ডে ভোট কমেছে ঘাসফুল শিবিরের। এত 'সুবিধা' দেওয়ার পরও কেন শহরের মানুষ জোড়াফুল শিবিরের থেকে মুখ ফিরিয়েছে সেই নিয়ে বিস্তর পর্যালোচনা চলেছে তৃণমূলের অন্দরেই। শহরাঞ্চলের নেতা দলীয় পদাধিকারীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়। শোনা যাচ্ছে, সমস্ত কিছু বিবেচনা করে এবার একাধিক পদাধিকারীর ক্ষমতা খর্ব করতে পারে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তার বদলে নতুন কোনও যুব নেতা/নেত্রীকে সেই পদে আনা হতে পারে বলেও খবর।

১-ম পাতার পর

অব্যাহত জম্মু - কাশ্মীরে এনকাউন্টার, অনন্তনাগে খতম ২ জঙ্গি

সন্ত্রাসীদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওইদিন সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর গাড়িবহরে গুলি চালায়। ভারতীয় সৈন্যরা সন্ত্রাসীদের ঘিরেও ফেলে। তবে আচমকাই গুলি চালাতে শুরু করে সন্ত্রাসীরা। আর তাতেই প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় এক জওয়ান। বলা বাহুল্য, গত কয়েকদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে জম্মু- কাশ্মীরে ৩ টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে প্রথমে শুক্রবার বুদগাম এবং বান্দিপোরায় আর আজ শ্রীনগরে।

১-ম পাতার পর

চেয়েও পাননি শাহ সাক্ষাৎ, মন ভেঙেছে আর জি করের নির্যাতিতার বাবার

পাশাপাশি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও অভয়ার বাবা-মাকে ১০ মিনিট সময় দেননি।দেখা না করা নিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাকে এদিন বহরমপুরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সমর্থন করেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি। বলেছেন, "ইডি, সিবিআই সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। আর তা নিয়ে কোনও জবাব নেই অমিত শাহর কাছে। তাই আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মাকে এড়িয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।"এমনকী, বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। শুক্রবার সোদপুরে নিজের বাড়িতে দিল্লি গিয়ে দেখা করবেন না, জানানোর পাশাপাশি হতাশা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, "এখানে যখন এসেছিলেন, তখনই সাক্ষাৎ হলে ভালো হত। কিছুটা শান্তি পেতাম। মনের জোর বাড়ত।" মেয়ের মৃত্যুর পর কোর্টে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিলেন অভয়ার বাবা-মা। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের ফ্রন্ট সেই সময় সিবিআই তদন্ত দাবি করে। যদিও ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে মূল অভিযুক্ত বলে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ। বস্তুত হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্ত হাতে নিয়ে সেই সঞ্জয়কেই একমাত্র অভিযুক্ত ও

ধর্ষণকারী দেখিয়ে ৫৮ দিনের মাথায় চার্জশিটও জমা দিয়েছে সিবিআই। কিন্তু আন্দোলনকারী ডাক্তারদের ফ্রন্ট এখন সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এদিনও নিজের বাড়িতে বসে সিবিআইয়ের প্রতি আস্থা জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা।বিষয়টি নিয়ে প্রথমে দু-একদিন আন্দোলন করলেও পরে আর জি কর ইস্যু নিয়ে আর কল্কে পায়নি বিজেপি। স্বভাবতই হতাশ বিজেপি নেতৃত্ব অমিত শাহকে কী রিপোর্ট দিয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা না করায় তাঁদের যে মন ভেঙে গিয়েছে তা এদিন প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন অভয়ার বাবা-মা।বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। বলেছেন, "নির্যাতিতার বাবা-মায়ের যন্ত্রণা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। আমিও ওঁদের সঙ্গে একমত হয়ে এক্স হ্যান্ডলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখা করার পক্ষে সওয়াল করেছিলাম। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন, কিছু অসার কথাবার্তা বললেন। সে ক্ষেত্রে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের খারাপ লাগা স্বাভাবিক।" অমিত শাহ দেখা না করার কারণ হিসাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন কুণাল। বলেন, "প্রথমত, অভয়া কাণ্ড নিয়ে সিবিআই যে চার্জশিট দিয়েছে তা কলকাতা পুলিশের তদন্তকেই সমর্থন করেছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুলিশ অভয়া নিয়ে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে সঠিক বলতে হবে বলেই বিজেপি নেতা অমিত শাহ নির্যাতিতার বাবা-মাকে এড়িয়ে গেলেন। দ্বিতীয়ত, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে উন্নাও, হাথরসের মতো অজস্র গণধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। বিজেপি শাসিত মণিপুরে ধর্ষণের পর দুই তরুণীকে নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানো হয়েছে। কোথাও কোনও বিজেপি নেতা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। তাই এখানে অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে যদি শাহ দেখা করেন, তবে এর পর বিজেপি শাসিত রাজ্যের সমস্ত নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখা করতে যেতে হবে। আর এটা তাঁর দলের জন্য চরম সংকটের হবে। তাই অভয়ার বাবা-মাকে এড়িয়ে গেলেন।"নেতা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। তাই এখানে অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে যদি শাহ দেখা করেন, তবে এর পর বিজেপি শাসিত রাজ্যের সমস্ত নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখা করতে যেতে হবে। আর এটা তাঁর দলের জন্য চরম সংকটের হবে। তাই অভয়ার বাবা-মাকে এড়িয়ে গেলেন।"

২ পাতার পর

বাংলার ৫ পুলিশ আধিকারিককে সম্মানিত করল কেন্দ্র

কল্যাণীতে ঘটে যায় আরও একটি পৈশাচিক গণধর্ষণের ঘটনা। পুলিশ ঘটনার অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তদন্তে নেমে ৮ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও একাধিক প্রতারণার মামলাতেও দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে রাজ্যের পুলিশ। গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের জন্য একই বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়েছে কনস্টেবল অনিমেষ গিরিকেও। রাজ্য পুলিশ ছাড়াও এই সম্মান প্রাপ্তির তালিকায় রয়েছেন বেশ কিছু জওয়ান। খুব দ্রুত যোগ্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তে দক্ষতার জন্য এই পাঁচ পুলিশ আধিকারিককে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পুরস্কৃত করল। 'কেন্দ্রীয় দক্ষতা পদক ২০২৪' নামক এই পুরস্কারে স্পেশাস ইনভেস্টিগেশন ফিল্ড-এ এই পদক পাচ্ছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার দীপাবলির দিন এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সম্মানিত এই পাঁচ আধিকারিক হলেন,

* সাব-ইনস্পেক্টর উচ্ছলকুমার নস্কর
* দেবরাজ নাথ
* সৌরভ মিত্র
* সহকারী সাব-ইনস্পেক্টর শান্তনু নন্দন রাউত
* কিংশুক পাইন

এই পাঁচজনের পাশাপাশি, অনিমেষ গিরিও পুরস্কৃত করা হচ্ছে। তিনি রাজ্য পুলিশের একজন কনস্টেবল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ রবিবার ১৭ কার্ত্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

ইসকনকে 'র' এজেন্ট ও জঙ্গি সংগঠন আখ্যা বিএনপি নেতার, পাল্টা মামলার হুমকি

দেশের শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকর। তিনি যদি তার বক্তব্য পরিহার করে দুঃখ প্রকাশ করে জাতির কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাব, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'আজ শনিবার (২ নভেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ইসকন বাংলাদেশ শাখার পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে মাহমুদুর রহমানের ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সাতদিনের মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি-ও করা হয়েছে। ক্ষমা না চাইলে 'নব্য রাজাকার' বাহিনীর শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার পাশাপাশি রাস্তায় নামারও হুমকি দেওয়া হয়েছে।এদিন সামবাদিক সম্মেলনে ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বলেন, 'সম্প্রতি মাহমুদুর রহমান ইসকনকে জঙ্গি সংগঠন বলেছেন। তিনি আমাদের ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট বলেছেন। ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িয়েছেন। ওনাকে এসব প্রমাণ করতে হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে জাতির সামনে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। ইসকন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিন্দু ধর্ম প্রচার করে। আমরা আমেরিকা, রাশিয়া বা কোনও দেশের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করিনা। মাহমুদুরের বক্তব্য শুধু আমাদের সংগঠনকেই আঘাত করেনি, বরং লাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং সামাজিক ঐক্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্পষ্ট করে জানাতে চাই, ইসকন বাংলাদেশ তার সকল কর্মকাণ্ডে আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং বাংলাদেশে শান্তি, সহনশীলতা ও ধর্মীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য দৃঢ়নিষ্ঠ।'

সম্পাদকীয়

পৃথিবী ঠান্ডা করতে ছড়ানো হবে হিরের গুঁড়ো, খরচ ২০০ লক্ষ কোটি ডলার!

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী। আর এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলছে। তাতেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বিশেষজ্ঞদের কপালে। তাই সম্প্রতি জলবায়ু সঙ্কট মোকাবিলায় বিজ্ঞানীরা একটি সাহসী এবং বহুমূল্য প্রচেষ্টা করতে পারেন।এই গবেষণায় গবেষকেরা হিরের ধূলিকণার পাশাপাশি সালফার-সহ অন্যান্য আরও অ্যারোসল বায়ুমণ্ডলে ছড়ালে তার প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়েও পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, হিরের কণাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষণ উঁচুতে ভেসে থাকতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অ্যারোসলগুলি অ্যাসিড বৃষ্টিতে পরিণত হলেও হিরের গুঁড়ো কোনো বিক্রিয়া করেনি। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই ধরনের পরীক্ষা করার আগে পৃথিবীতে তার পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিচার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেহেতু, পৃথিবীতে জলবায়ুর এই চরম পরিণতির মূলে একমাত্র মানুষই, তাই এরপর যাতে সেই মানুষের দ্বারাই যাতে আর কিছু ক্ষতিসাধন না হয়, সেই দিকটা ভাল করে খতিয়ে দেখছেন গবেষকেরা।গবেষণার ফলে এমনই এক তথ্য উঠে এসেছে যে, পৃথিবীকে শীতল করার জন্য না কী বায়ুমণ্ডলে হিরের গুঁড়ো ছড়ানো হতে পারে। অনুমান করা হচ্ছে এর ফলে ব্যয় হতে পারে প্রায় ২০০ লক্ষ কোটি ডলার। অবাক লাগছে তো ? হ্যাঁ, অবাস্তব মনে হলেও এটাই সত্যি।গবেষণার ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, প্রতি বছর ৫০ লক্ষ টন হিরের গুঁড়ো ছড়ানো হতে পারে পৃথিবীতে, যা অযৌক্তিক মনে হলেও 'জিয়োফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স'-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুযায়ী এই ৫০ লক্ষ টন হিরের গুঁড়ো বিশ্বের তাপমাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে দিতে পারে। জানা গেছে, চকচকে হিরের গুঁড়ো সূর্যরশ্মির উপর পড়লে তা অনেকাংশেই প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের বাইরে চলে যাবে। ফলে তাপও কমবে। এই ধারণার কথাই প্রকাশিত হয়েছে ওই গবেষণাপত্রে। গবেষণাপত্র অনুযায়ী, বায়ুমণ্ডলে হিরের গুঁড়ো ছড়ানোর প্রক্রিয়াটি 'স্ট্রাটোস্ফিয়ারিক অ্যারোসল ইঞ্জেকশন' (Stratospheric aerosol injection ev SAI) নামে পরিচিত। জানা গেছে, এই সম্পূর্ণ বিষয়টি 'সোলার জিয়োইঞ্জিনিয়ারিং'-এর অধীনে পড়ে।

গবেষকদের বিশ্বাস, যদি ৪৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রক্রিয়া চালানো যায়, তা হলে এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ২.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট অবধি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা অনুমান করছেন, ৪৫ বছর ধরে ঝঅও প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা কমাতে হলে প্রায় ২০০ লক্ষ কোটি ডলার খরচ করতে হতে পারে। যে কারণে অনেক বিশেষজ্ঞদের দাবি, শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে এবং পরীক্ষা করে দেখার জন্য এত টাকা খরচ করা একেবারেই অযৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে গবেষকদের যুক্তি, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে জলবায়ু সঙ্কট যে ভয়াবহ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যে হারে বিশ্ব উষ্ণায়ণ বেড়ে চলছে, তা মোকাবিলা করার জন্য এই খরচ এমন কিছুই নয়।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাজার চোখে ঘুম নেই, জানলা ধারে বসে থাকতে থাকতে দেখেন একজন পরম পুরুষ আর এক সুন্দরী নারী বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, রাজা দোর আগলে কে তারা জানতে চাইলে সুন্দরীনারী বলেন আমি কুললক্ষ্মী, ঘরে অলক্ষ্মী আছে তাই তার থাকা হবে না। পরম পুরুষটি জানালেন তিনি ধর্ম, কিন্তু অলক্ষ্মীর কারণে তাকেও যেতে হচ্ছে। সে কথা শুনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, " আমার দোষ কি ? ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশ পর্ব)

৩০,০০০/- টাকা।

মন্দির সংলগ্ন জমিটির মোট আয়তন ১ বিঘে ১১ কাঠা ৩ ছটাক; বঙ্গীয় আটচালা স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মূল মন্দিরটির আয়তন অবশ্য মাত্র ৮ কাঠা।

কালীঘাট কালীমন্দিরের কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিটি অভিনব রীতিতে নির্মিত। মূর্তিটির জিভ, দাঁত ও মুকুট সোনার। হাত ও মুণ্ডমালাটিও সোনার।

দেবী মায়ের সোনার জিভ গড়িয়ে

দিয়েছিলেন পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। পাতিয়ালার মহারাজও সোনার মুণ্ডমালা দান করেন। খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল কালী মায়ের চার হাত রুপোর তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই হাত পরে সোনার করে দিয়েছিলেন কালীচরণ মল্লিক। দেবীর মাথার ছাতা দান করেছিলেন নেপালের সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর।

মূল মন্দির সংলগ্ন অনেকগুলি ছোটো ছোটো মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি দেবতা পূজিত হন।কালীঘাট মন্দিরের নিকটেই পীঠরক্ষক দেবতা নকুলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির সংলগ্ন যে পুকুরটি দেখতে পাওয়া যায় সেটাই নাকি পুরাকালের কালীকুন্ড। যার সাথে আদি গঙ্গার যোগ ছিল।

জনপ্রবাদ এই কুন্ড পারেই নাকি সতীর প্রস্তরবৎ পায়ের আঙুল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

মার্কিন ভোটবাক্সেই বিশ্বের ভবিষ্যৎ

মোদি প্রশাসনের উপর। মানবাধিকার লঙ্ঘন, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নে হ্যারিস একাধিকবার মোদি প্রশাসনের সমালোচনাও করেছেন। কাজেই ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির কথা মাথায় রেখেও ভারত যে তাঁর মতো বন্ধুকেই মার্কিন মসনদে ফের একবার দেখতে চাইবে তা বলাই যায়।

৭২টি দেশের ৩৭০ কোটি মানুষ এবার ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছিলেন বা নেবেন। যার মধ্যে ছিল এদেশের লোকসভা নির্বাচনও। কিন্তু মার্কিন নির্বাচন যে ভূ-রাজনৈতিক দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। তাই সেদিকে নজর সকলেরই।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আচমকাই ইউক্রেনে চলে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। উদ্দেশ্য, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রতি সংহতি প্রদর্শন। সেই সময়ই জেলেনস্কিকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমেরিকা গোটা বিশ্বের বাতিঘর।" সেই কথার সুর ধরেই বলা যায়, এহেন অমোঘ বাতিঘরের দায়িত্বে এবার কারা, রিপাবলিকান নাকি ডেমোক্র্যাটর‍্য সেই উত্তরই খুঁজছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি বলেন "বিশ্বায়ন নয়, আমেরিকায়ন।" অন্যদিকে কমলা হ্যারিস, যাঁর মতে, "এটা স্পষ্ট যে এই অস্থির সময়ে আমেরিকা পিছু হটতে পারে না।" দেখে নেওয়া যাক, এবারের মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল কোন কোন দিকে বড়সড় পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও বা ট্রাম্প-কমলায় কী ফারাক হতে পারে?

সামরিক শক্তি

"ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপের দুঃস্বপ্ন।" ন্যাটোর প্রাক্তন সহ-মহাসচিব রোজ গোটেমোলার বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময় সরাসরি এই মন্তব্যই করেছেন। এবং তাঁর মতে, এটা নিয়ে তিনি লুকোছাপা করতে চান না। বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা যদি মসনদে প্রত্যাবর্তন ঘটান তাহলে সকলেরই মাথায় থাকবে একদা ন্যাটো থেকে সরে আসা নিয়ে তাঁর দেওয়া হুঁশিয়ারির কথা। মনে রাখতে হবে, ন্যাটোর ৩১টি সদস্য দেশের মোট সামরিক বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশই আসে মার্কিন বরাদ্দ থেকে। অন্যদিকে সেদেশের সামরিক খাতে মোট খরচ চিন, রাশিয়া-সহ দশটি দেশের মোট সামরিক বাজেটের চেয়েও বেশি! তাই ট্রাম্প চান, ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলি নিজেদের নিরাপত্তা খাতে খরচ আরও বাড়াক।

কাজেই ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে ন্যাটোর উপরে চাপ বাড়বে। বরং কমলা হ্যারিস জিতলে তিনি যে ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েই চলতে চাইবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত গোটেমোলার। কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেনেট এবং হাউসের ক্ষমতা থাকতে হবে হ্যারিসেরই হাতে। সেখানে রিপাবলিকানদের সংখ্যাধিক্য থাকলে তাঁদের চাপে পড়ে এবিষয়ে এগোতে পদে পদে ধাক্কা খেতে হবে ডেমোক্র্যাট নেত্রীকে।

ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সামরিক মদতদাতা

৩১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান তাতে রুশদের সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সবচেয়ে সাহায্য করেছে আমেরিকাই। এবং সেটা বাকি দেশগুলির তুলনায় অনেক অনেক বেশি। যেখানে কিয়েভে সামরিক খাতে মার্কিন বরাদ্দ ৬১.১ বিলিয়ন ডলার, সেখানে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা জার্মানির বরাদ্দ মাত্র ১১.৪ বিলিয়ন ডলার। তৃতীয় স্থানে থাকা ব্রিটেন দিয়েছে মাত্র ১০.১ বিলিয়ন। বাকিদের ক্ষেত্রে অঙ্কটা বিলিয়নের নিক্তিতে দুই অঙ্কেও পৌঁছয়নি। কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে আমেরিকা ইউক্রেনের পাশে এভাবে থাকবেন কিনা তা ঘোর সংশয়ে। কমলার 'স্টান্স' পূর্বসূরি বাইডেনের মতোই হবে। কিন্তু সেনেট ও হাউসে রিপাবলিকানদের চাপ সামলে তিনি একই রকম উদারহস্ত থাকতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

শান্তিস্থাপকের ভূমিকা

শীতল যুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে সবচেয়ে রণরক্তময় সময় এখনই। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যেমন যুদ্ধের ঘন কালো মেঘ, আবার ইউক্রেনের মতো দেশের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়নি প্রায় তিন বছরেও। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও কমফর্ট এরো বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময় জানিয়েছিলেন, "শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও সবচেয়ে প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক নেতা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্ব নিরসনে সহায়তার ক্ষমতা খর্ব হয়ে গিয়েছে।"

যদি ট্রাম্প জেতেন তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াবে? রিপাবলিকান নেতা বার বার বলেছেন, 'গণহত্যা' ছেড়ে শান্তির পথে ফিরে আসার এটাই সময়। কিন্তু এরই সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে তাঁর পরামর্শ, "আপনার যা মনে হয় তাই করুন।" তবে মধ্যপ্রাচ্যে তিনি শান্তি ফেরাতেই চান বলে দাবি ট্রাম্পের। অতি সম্প্রতি সৌদি আরবের আল আরবিয়া টিভিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই বলেছেন তিনি। দাবি করেছেন, ২০২০ সালের 'আব্রাহাম অ্যাকর্ড'কে প্রসারিত করবেন তিনি। এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি যে ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ককে ক্রমে স্বাভাবিক করে তুলবে সেব্যাপারে নিশ্চিত ট্রাম্প। আবার ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'শক্তিশালী' ট্রাম্পের প্রশস্তি তিনি প্রায়ই করে থাকেন। ফলে এটা পরিষ্কার তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে চাইবেন।

অন্যদিকে কমলা হ্যারিস বার বার বলেছেন, ইউক্রেনের পাশে থাকতে পেরে তিনি গর্বিত। এবং তিনি আগামিদিনেও তিনি কিয়েভের পাশেই থাকবেন। তবে সব মিলিয়ে যিনিই নির্বাচিত হোন, যুদ্ধে বিদীর্ণ পৃথিবীর পরিস্থিতি আরও খারাপই হবে।

চিনের সঙ্গে বাণিজ্য

এখনও পর্যন্ত চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানাননি, ট্রাম্প না কমলা কাকে সমর্থন করবেন তাঁরা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যিনিই নির্বাচিত হোন না কেন, চিনের প্রতি কড়া মনোভাব অব্যাহত রাখবে হোয়াইট হাউস। মনে করিয়ে দেওয়া যাক, ২০১৮ সালে চিনা পণ্য আমদানিতে ২৫০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা।ওবদলাহ নিতে চিন মার্কিন পণ্যের আমদানিতে চাপিয়ে দেয় ১১০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক। ট্রাম্প জিতলে তিনি কঠোর অবস্থানেই থাকবেন এটা নিশ্চিত। যদিও জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো বলেই দাবি রিপাবলিকান নেতার। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন মসনদে ফিরলে তিনি চিন ও তাইওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলেও মার্কিন সেনা পাঠাবেন না। তাঁর কথায়, "জিনপিং আমাকে পছন্দ করেন।" সেই সঙ্গেই স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে ট্রাম্প এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, চিনা প্রেসিডেন্ট ভালোই জানেন তিনি কেমন 'পাগলাটে'!

এদিকে ডেমোক্র্যাটরা যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলেও চিন-বিরোধী অবস্থান বজায় রাখবে আমেরিকা। কেননা বাইডেন ক্ষমতায় এসেও কিন্তু চিনের উপরে আরোপিত শুল্ক বহাল রেখেছিলেন। আবার এবছরের সেপ্টেম্বরে তাঁর প্রশাসন কিছু চিনা পণ্যের শুল্ক বৃদ্ধি করারও সিদ্ধান্ত নেন। কাজেই কমলা হ্যারিস ক্ষমতায় এলেও একই নীতি বজায় থাকবে তা নিশ্চিত। সুতরাং রিপাবলিকান হোক ডেমোক্র্যাট, চিনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর বজায়ই থাকবে আমেরিকার। তবে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ রানা মিটারের মত অবশ্য অন্য। তিনি মনে করছেন, কমলা হ্যারিস জিতলে দুদেশের সম্পর্কের ধীরগতিতে হলেও উন্নতি হবে। কিন্তু ট্রাম্প জিতলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। যদিও চিনা নেতাদের ইঙ্গিত, কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প- যিনিই ক্ষমতায় আসুন পরিস্থিতি তাঁদের জন্য মোটেই সুবিধার হবে না।

জলবায়ু সংকট

'ড্রিল, বেবি, ড্রিল'। অর্থাৎ বেশি বেশি করে তেল বা গ্যাসের খনি খুঁড়তে হবে। রিপাবলিকানদের এই স্লোগান বুঝিয়ে দেয় জলবায়ু নিয়ে তাদের মনোভাব। অন্যদিকে কমলা হ্যারিস এখনও তাঁর ব্যক্তিগত মত পরিষ্কার করেননি এই বিষয়ে। কিন্তু মানবাধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন হাইকমিশনার মেরি রবিনসনের মতে, কমলা হ্যারিস অবশ্যই আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই মাথায় রেখে এগোবেন। সবুজ জ্বালানিকে উৎসাহিত করবেন।

গত সপ্তাহেই ট্রাম্প দাবি করেছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন হল 'সর্বকালের অন্যতম সেরা কেলেঙ্কারি'। ক্ষমতায় ফিরলে তিনি ফের আমেরিকাকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবেন। সোজা কথায় ডেমোক্র্যাটদের জলবায়ুবান্ধব নীতিগুলি তিনি বিসর্জন দেবেন। তবে রবিনসন বলছেন, কাজটা অত সহজ হবে না। কেননা গত কয়েক বছরে এই বিষয়ে জল যতটা গড়িয়েছে তাকে ফের উলটো স্রোতে বইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বোধহয় হবে না ট্রাম্পেরও। তবে এখানে আরও একটা বিষয় মাথায় রাখা দরকার। এবারের নির্বাচনী প্রচারে কিন্তু কোনও পক্ষই জলবায়ু সংকটের ইস্যুটি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলেনি। অথচ চিনের পরই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ আমেরিকাই। কাজেই আগামিদিনে তারা এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করে সেটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে তা সংশয়াতীত। সেক্ষেত্রে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরলে পরিস্থিতি অনেক বেশি ঘোরালো হবে।

সিনেমার খবর

শাহরুখ-কাজলের রোমান্সে বিব্রত ছিলেন অজয়

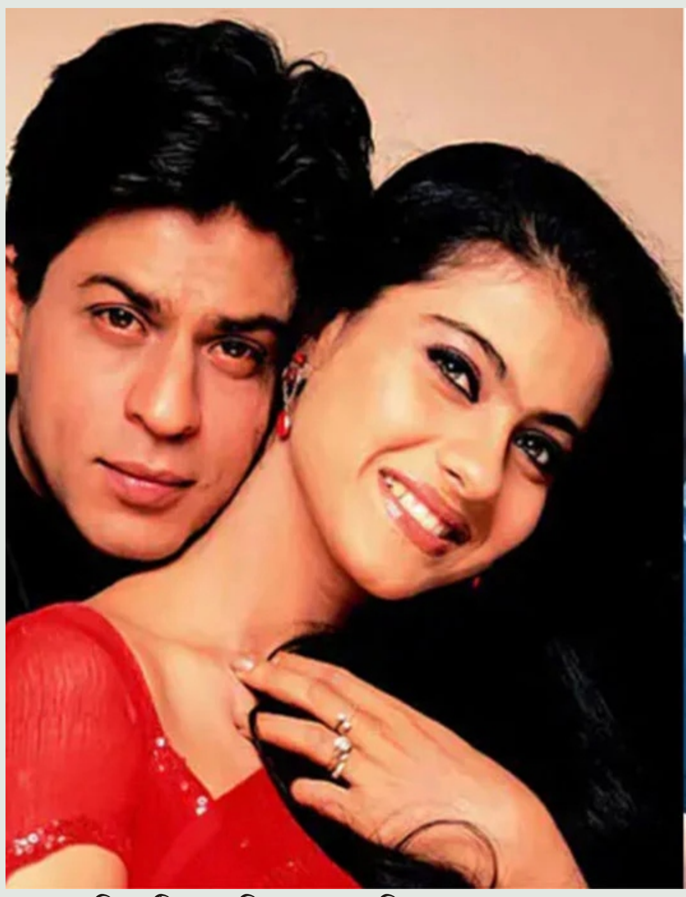

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খান-কাজলের জুটি বলিউডের অন্যতম সেরা অনস্ক্রিন জুটি। রোমান্স কিংয়ের সঙ্গে অভিনেত্রীর রসায়ন সব সময়ই ছিল আলোচিত বিষয়। এখনো সিনেমাপ্রেমীরা শাহরুখ-কাজলের জুটি বেঁধে সিনেমার অভিনয় দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন।

ইন্ডাস্ট্রিতে দুজনের প্রেম নিয়েও ছিল জল্পনা। শুরু কী তাই বিষয়টি অজয় দেবগনকেও বিরক্তিতে ফেলেছিল। সেসময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে ওই ই-মেইল। সেখানেই অজয়ের কাছে একের পর এক বার্তা দিতেন শাহরুখ-কাজলের ভক্তরা।

কী থাকত সেই বার্তায় জানলে চোখ কপালে উঠবে যে কারও। সেটি হলো অজয়-কাজলের বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছেন তারা। বিষয়টি অস্বস্তিতে ফেলেছিল অজয়কে। একদিকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার গুঞ্জন। আরেক দিকে একের পর এক ই-মেইল বার্তা চিন্তায় ফেলেছিল অজয়কে। তিনিও আর চাননি শাহরুখের সাথে কাজল অভিনয় করুক।

অন্যদিকে প্রযোজক-পরিচালকরা এই জুটিকে নিয়ে কাজের ব্যাপারে সব সময় আগ্রহ দেখাতেন। কারণ তাদের নিয়ে সিনেমা নির্মাণ মানেই নিশ্চিত বক্স অফিসে কাড়ি কাড়ি টাকা আয়। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শাহরুখ খান ও কাজলের একটি ছবির প্রস্তাব গ্রহণের কথা ভাবছিলেন। শাহরুখ নিজে অজয়ের কাছে কাজের অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যাত্রায় খালি হাতে ফিরতে হয় তাকে। স্ত্রীকে সেই কাজটিতে অনুমতি দেননি অজয়।

অজয় জানিয়েছিলেন, দর্শকরা শাহরুখ ও কাজলকে একসঙ্গে দেখতে পছন্দ করেন। কিন্তু সেটি কোথাও গিয়ে মানতে পারছিলেন না তিনি। ই-মেইল খুলেই দেখতে হতো, অসংখ্য ভক্তের অনুরোধ তারা যেন বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। দর্শকদের কাছে এই জুটিকে নিয়ে আলাদা আবেগ তৈরি হয়েছে, যেটি কি না অজয় ও কাজলের সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অজয় সিদ্ধান্ত নেন শাহরুখ ও কাজল একসঙ্গে কাজ করবেন না। তবে নিজের সিদ্ধান্ত ধরে রাখতে পারেননি অজয়। ফলে অপেক্ষা দীর্ঘ হলেও তারা একসঙ্গে পর্দায় ফেরেন।

অন্যদিকে শাহরুখ খান জানান, দর্শকরা কত কিছুই বলে থাকে। সেটি কখনোই পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলতে দেওয়া যাবে না। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। ফলে শাহরুখ ও অজয়ের মধ্যে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, সেটি পরবর্তীতে মিটে যায়। কাজল দুজনের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। নির্মিত হয় 'দিলওয়ালে'। এই সিনেমাটিও বক্স অফিসে ব্যবসা সফল হয়।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার কারিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের সবচেয়ে প্রথম শ্রেণির নায়িকাদের একজন কারিনা কাপুর। তাকে বলা হয় বলিউডের ফ্যাশন ডিভা। ব্যক্তিজীবনে নিজের মতো করেই বাঁচতে ভালোবাসেন তিনি। ক্যারিয়ারের মধ্য গগনে থাকাকালীন বিয়ে করেন। হয়েছেন দুই সন্তানের জননী। বলিউডের অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে চলতি ধারণা, সন্তান জন্মের পরই নাকি তাদের ক্যারিয়ারে ইতি। কিন্তু কারিনা কাপুর যেন তার উল্টো। অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন কাজ করেছেন আবার বিরতি নিয়ে ফের কাজে ফিরেছেন। দ্বিতীয় ছেলের জন্মের সময়ও তেমনটাই করছেন। দুই ছেলে এবং স্বামীকে নিয়ে কিছুটা নিভৃতবাসে থাকতে কিছুদিন বিরতি নিয়েছিলেন। আবারও বলিউডে নিয়মিত হয়েছেন বলিউড বেবো-খ্যাত এ অভিনেত্রী। ইতোমধ্যে কাজ করেছেন বেশকিছু সিনেমায়। কারিনা অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা 'দ্য বাকিংহাম মার্ডার্স মুক্তি পেয়েছে গত ১৩ সেপ্টেম্বর। সিনেমাটি রুপালি পর্দায় মুক্তি পেলেও আগামী ৮ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। তবে বলিউডে আবার নিয়মিত হলেও নিজের পারিশ্রমিক নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন কারিনা। এজন্য কিছুটা মন খারাপও এই অভিনেত্রীর। সম্প্রতি ভারতীয় এক গণমাধ্যমে বলিউডে নারী ও পুরুষ অভিনেতার মধ্যে পারিশ্রমিক বৈষম্য নিয়ে কথা বলেছেন এ অভিনেত্রী। তিনি নারী-পুরুষদের পারিশ্রমিকের এই বৈষম্য চান না।

তিনি জানিয়েছেন, এ সময়ে এসেও বলিউড ইন্ডাস্ট্রির পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব খুবই হতাশার। কারিনা বলেছেন, এক নম্বর সিরিয়ালের নায়িকা হওয়া সত্ত্বেও বলিউডের অনেক নায়ক এবং তার স্বামী সাইফ আলী খানের চেয়েও পারিশ্রমিক কম পান তিনি। এরপর থেকে কারিনা পারিশ্রমিক বাড়ানোরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যোগ্য পারিশ্রমিক না পেলে তিনি কাজ করতে আগ্রহী নয়। তাই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই ভবিষ্যতে সঠিক পারিশ্রমিক আদায় করে নেবেন কারিনা।

এদিকে আসছে দিওয়ালিতে মুক্তি পাচ্ছে কারিনা অভিনীত নতুন সিনেমা 'সিংঘাম এগেইন'।এতে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার প্রমুখ।

গোপনে কার সাথে প্রেম করেন কার্তিক, জানালেন বিদ্যা বালান!

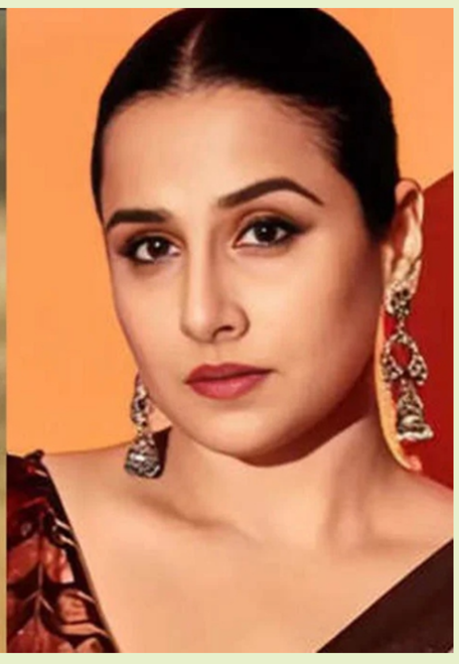

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এ প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় বলিউড তারকা কার্তি কারিয়ান। 'ভুলভুলাইয়া ২'-এর সাফল্যের পর বদলে গেছে তার ভাগ্য। আসছে দীপাবলির দিন মুক্তি পাবে তার আসন্ন ছবি 'ভুলভুলাইয়া ৩'।

এই মুহূর্তে ছবির প্রচারে ব্যস্ত তিনি। সঙ্গে সারাক্ষণ রয়েছেন সহ-অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। আজ সোমবার ছবির প্রচারে কলকাতায় গিয়েছেন বিদ্যা ও কার্তিক। সেই শুটিং পর্ব থেকে প্রচার, অনেকটা সময় কার্তিকের সঙ্গে কাটাচ্ছেন। খুব কাছ থেকে দেখছেন অভিনেতাকে।

এবার কার্তিকের প্রেম জীবন নিয়ে অজানা তথ্য দিলেন অভিনেত্রী। শুটিংয়ের সময় সারাক্ষণই নাকি ফোনে ব্যস্ত থাকতেন কার্তিক। কী বলতেন ফোনের ওপারে থাকা রহস্যময়ীকে?

এক সময় সারা আলী খান ও কার্তিকের প্রেম নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি বলিউডে। তার পর অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গেও নাম জড়ায় অভিনেতার। এক রেস্তোরাঁয় আরেক নায়িকার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাতে দেখা যায় কার্তিককে। হৃতিক রোশনের চাচাতো বোন পশমিনা রোশনের সঙ্গেও সময় কাটাতে দেখা গেছে বেশ কয়েকবার।

এবার কার্তিকের জীবনে ফোনের ওপারে থাকা এক রহস্যময়ীর কথা জানালেন বিদ্যা। অভিনেত্রী বলেন, 'শুটিং চলাকালীন সারাক্ষণ ফোনে থাকত। 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি', এই সব কথা কার্তিক আরিয়ানকে বলতে শোনা গেযছে।' বিদ্যার এই কথা শুনে হতবাক হয়ে পড়েন কার্তিক। লজ্জায় লাল হয়ে যান অভিনেতা। সাংবাদিকরা রহস্যময়ীর নাম জিজ্ঞেস করলে যেন খানিকটা এড়িয়ে যান অভিনেতা।

রেখার আয় কত!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্দরমহলে আজও তাকে নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। হাসি আর চাহনিতে মন জয় করেছেন নব্বইয়ের দশকে। এখনো ডিজাইনার শাড়ি, লাল লিপস্টিক ও সিঁথিতে মোটা সিঁদুর পরে নজর কাড়েন নেটিজেনদের। কথা হচ্ছে রেখার। অভিনয় থেকে দীর্ঘ অনেকগুলো বছর দূরে আছেন। কীভাবে চলছে তার?

এই সেলেব অভিনেত্রী এখন কেমন আছেন? সিনেমায় তার মুখ দেখা না গেলেও রেখা মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তবে ছবির দুনিয়া থেকে পুরোপুরিভাবে সরে গিয়েছেন, এমনটাও নয়। তিনি নিজেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে একাধিকবার বলেছেন, 'ভালো চরিত্র পেলে আমি অবশ্যই অভিনয়ে ফিরব। ইদানীং আমার মন মতো চরিত্রই পাচ্ছি না। তাই হয়তো বড় পর্দায় আমাকে দেখা যাচ্ছে না।'

একাধিকবার রেখাকে এ কথা বলতে শোনা গেলেও তাকে অনেক বছর ধরেই দেখা যায় না কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি রয়েছে। অর্থাৎ ছবি থেকে আয় বন্ধ হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বরং বেড়ে গিয়েছে তার পারিশ্রমিক।

এবার প্রশ্ন হলো একটা একটা রিয়েলিটি শো থেকে তার আয় কত? গুম হ্যায় কিসিকে পেয়ার ম্যায়, রিয়্যালিটি শোয়ে মাত্র এক মিনিটের জন্য যে পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন রেখা, তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। সূত্রের খবর, এক মিনিটে রেখা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন ৮ কোটি টাকা।

বর্তমানে রেখা মোট ৩৩২ কোটি টাকার মালিক। একটা সময় সিনেমাতে অভিনয় করতে পারিশ্রমিক নিতেন ১৪ কোটি টাকা। তাছাড়া বহু ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রেখা। তার জন্যও মোটা টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন রেখা। তাছাড়া ৬ কোটি টাকা আয় করেন এক একটি সংস্থা থেকে।

২০২১ সালে রাজ্যসভার সদস্য হন রেখা। সেখান থেকেও এক লাখ টাকা পারিশ্রমিক পান রেখা। এছাড়া তিনি সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও প্রচুর টাকা আয় করেন। রিয়েলিটি শোতে মাঝে মাঝেই তাকে ডাকা হয় অতিথি হিসেবে। সেখান থেকেও নেহাতই কম আয় হয় না রেখার।

যে কারণে সারাকে যমের মতো ভয় পেতেন অনন্যা

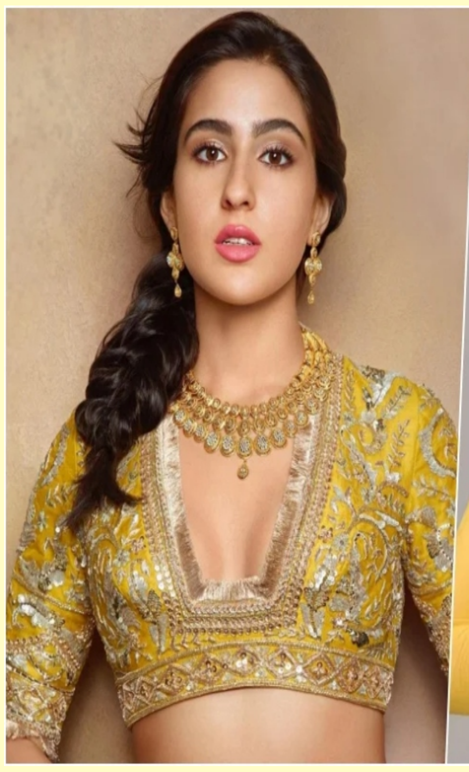

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেই স্কুল থেকে পরিচয় সারা আলী খান ও অনন্যা পাণ্ডের। এখনো তাদের বন্ধুত্ব বেশ জমজমাট। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্কুল জীবনের গল্প বললেন অনন্যা। জানালেন, বন্ধুত্ব থাকলেও সারাকে যমের মতো ভয় পেতেন তিনি। সারার নাম শুনলেই স্তব্ধ হয়ে থাকতেন তিনি।

অনন্যার চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড় সারা। ছোট থেকেই বেশ ডাকাবুকো স্বভাবের ছিলেন অভিনেত্রী। মুখের ওপর কথা বলতেন। অনন্যা বলেন, সারা খুবই ঠোঁটকাটা স্বভাবের ছিল। এখনো তাই রয়েছে। তবে, স্কুলে আরও সাংঘাতিক ছিল। মুখে যা আসত, তাই বলে দিত। আমি ভয় ভয় থাকতাম। ভাবতাম, এই বুঝি আমার সম্পর্কে কিছু বলল।

ঠিক এই কারণে সারাকে কিছুটা এড়িয়েই চলতেন অনন্যা। অভিনেত্রীর কথায়, আমি যদি দেখতাম, সারা কোনো একটা সিঁড়ি থেকে নেমে আসছে, ওই পথ দিয়ে আমি যেতাম না।

প্রথম দিকে অনন্যার নাম জানতেন না সারা। তাকে 'এই' বলে ডাকতেন সইফ আলী খানের কন্যা।

অনন্যা বলেন, আমার মনে আছে, একসঙ্গে স্কুলে একটা নাটক করেছিলাম। ও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছিল। আমি বোধহয় ওর মাথায় ছাতা ধরেছিলাম। পেছনে ছিলাম সারার। সেই সময় সারা নাকি অনন্যাকে 'এই এই' বলে ডাকতেন এবং খুব রূঢ় ব্যবহার করতেন। যদিও এখন নাকি অনন্যার কাছে সেই কথা স্বীকার করেন না সারা। তার দাবি, অনন্যার সঙ্গে তিনি নাকি খুব ভালো ব্যবহার করতেন।

স্কুল জীবনের অনেক পরে সারার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অনন্যার। করণ জোহরের 'কফি উইথ কর্ণ'-তে একসঙ্গে উপস্থিতও হয়েছিলেন দু'জনে। বলিউডে পা রাখার পরে অনন্যার সঙ্গে সারা বন্ধুত্বের ভিত শক্ত করেন। একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতেও গেছেন তারা।

পাকিস্তানের কোচের পদ থেকে

সরে দাঁড়ালেন কার্স্টেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে বড় ধাক্কা খেল পাকিস্তান দল। অজিদের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে আর মাত্র ৭ দিন বাকি। এর আগে, আজ (২৯ অক্টোবর) পাকিস্তান ক্রিকেটের সাদা বলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন গ্যারি কার্স্টেন।

ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফ জানিয়েছে, এ বিষয়ে দ্রুতই একটি বিবৃতি দেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

গত কয়েকদিন আগে থেকেই গিলেস্পি ও কারস্টেনের সঙ্গে পিসিবির সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। এর কারণ দল নির্বাচনে কোচদের ভূমিকা বাদ দেওয়া।

ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট হেরে যায় পাকিস্তান। এরপর নতুন নির্বাচক কমিটি গঠন করে পিসিবি। সেই কমিটিতে আলিম দার, আকিব জাভেদ ও আজহার আলীকে যোগ করা হয় এবং দল নির্বাচনে কোচদের ভূমিকা বাতিল করা হয়। ইংলিশদের বিপক্ষে শেষ দুটি টেস্ট জিতে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন গিলেস্পি। অস্ট্রেলিয়ান এই কোচ বলেছিলেন, তার কাছে মনে হচ্ছে দলে তার ভূমিকা এখন শুধু 'ম্যাচ-ডে অ্যানালিস্টের', চুক্তি অনুযায়ী এমনটা হওয়ার কথা নয়।

অন্যদিকে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি কারস্টেন। তবে হতাশ ছিলেন তিনি। রবিরবার অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ে সফরের জন্য দল ঘোষণা করে পিসিবি। কয়েক ঘণ্টা পর মোহাম্মদ রিজওয়ানকে সাদা বলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দল আর অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে নিজের মতামত দিতে চেয়েছিলেন কারস্টেন। কিন্তু কেবল নির্বাচকদের সঙ্গে আলোচনা করে দল ও অধিনায়ক নির্বাচন করেছে পিসিবি। অধিনায়ক ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এবং নির্বাচক কমিটির দুই সদস্য আকিব জাভেদ ও আজহার আলী ছিলেন। সেই সময় পাকিস্তানেই ছিলেন না কারস্টেন।

কারস্টেনের জায়গায় পাকিস্তানের কোচের দায়িত্বে কে থাকবেন, সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। ধারণা করা হচ্ছে, আপাতত গিলেস্পিকে অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

দলের সেবক হয়েই থাকতে চান অধিনায়ক রিজওয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাবর আজম সীমিত সংস্করণের অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল মোহাম্মদ রিজওয়ানের নাম। পাকিস্তানের অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন তিনি। সেই গুঞ্জনই প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তানের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

১ অক্টোবর পাকিস্তানের সাদা বলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। এর পর থেকেই পদটি শূন্য ছিল। অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ে সফর সামনে রেখে লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়ানডে ও টিুটোয়েন্টির নতুন অধিনায়ক হিসেবে রিজওয়ানের নাম ঘোষণা করেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। এই দুই সংস্করণে সহুঅধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আগা সালমানকে।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে রিজওয়ান বলেন, 'পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ক হতে পারা আমার জন্য বিশাল সম্মানের। এই ভূমিকায় নিজের সেরাটা দেওয়ার ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচক, কোচ এবং আমার অসীম প্রতিভাবান সতীর্থদের সঙ্গে কাজ করতে উন্মুখ হয়ে আছি। ভক্ত ও সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং অতিক্রম করাই আমাদের লক্ষ্য।' অধিনায়কের ভূমিকায় সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ও বোঝাপড়া কেমন হব্বেএমন প্রশ্নে রিজওয়ান বলেন, 'আমি যদি অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করি, তাহলে সবকিছু ভেঙে পড়বে; বরং একজন নেতা হিসেবে আমি এখানে দলের ১৫ জনের সেবা করতে এসেছি। এভাবেই সবকিছু হওয়া উচিত। প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি সমর্থন পেয়েছি। সবাই আমাকে একটি কথাই বলেছে লড়াই, লড়াই এবং লড়াই। এখনো অনেক বার্তা পাচ্ছি। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। পুরো জাতিকে দেখাতে চাইব যে আমাদের মধ্যে লড়াকু মানসিকতার কমতি নেই।'

ব্যালন ডি'অর জিতে

ইতিহাস গড়লেন রদ্রি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্পেন ও ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রি জিতেছেন ২০২৪ সালের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। তার এই অর্জন ঘোষণা করেন লাইবেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ১৯৯৫ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী ফুটবল কিংবদন্তি জর্জ উইয়াহ। স্পেনের কোনো খেলোয়াড় ৬৪ বছর পর এই প্রথম ছেলেদের ব্যালন ডি'অর জিতলেন। রদ্রির আগে কোনো স্প্যানিশ এই পুরস্কার সর্বশেষ জিতেছিলেন ১৯৬০ সালে। গত বছর জুলাইয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমানো লুইস সুয়ারেজের পর দ্বিতীয় স্প্যানিশ হিসেবে ছেলেদের বর্ষসেরার এই ট্রফি জিতলেন রদ্রি।

পুরস্কার গ্রহণের সময় রদ্রিকে ক্রাচে ভর দিয়ে মঞ্চে উঠতে দেখা যায়। এ সময় তার আবেগপ্রবণ চেহারা দেখে বুঝা যায়, এই মুহূর্তটি তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। পুরস্কার নিয়ে তার ভাষ্য ছিল, "আমার পরিবার, আমার দেশ ও আমার জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত বিশেষ।" পাশাপাশি রদ্রি ধন্যবাদ জানান তার প্রেমিকা লরাকে, কারণ এই দিনটি তাদের অষ্টম বার্ষিকীর বিশেষ দিনও ছিল। তিনি বলেন, "আজ আমাদের বার্ষিকী, এই পৃথিবীতে সে-ই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

২০০৬ সালের ফাবিও কানাভারোর পর তিনিই প্রথম ডিফেন্সিভ খেলোয়াড় হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলেন এবং প্রিমিয়ার লিগের সাত নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে এই পুরস্কার অর্জন করলেন। মাঠের বাইরের জীবন নিয়ে রদ্রি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি একজন সাধারণ মানুষ, ভালো খেলার ও ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। ছোটদের জন্য বলছি, পাগলাটে না হয়েও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।'

চোট নিয়ে রদ্রি বলেছেন, 'আগের চেয়ে ভালো বোধ করছি...এটা জীবনেরই অংশ।' রদ্রি এখন পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন একান্তে কাটিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরতে চান। আজ রাতে কি ট্রফির সঙ্গে ঘুমোবেন? '১০০%'- রদ্রির জবাব।

টেস্টে আগ্রাসি

ক্রিকেটেই পছন্দ ধোনির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্টে হারের পর ভারতের আগ্রাসি ক্রিকেট নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। অথচ দলটির অধিনায়ক রোহিত শর্মা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, হারলেও খেলার ধরন বদলাবেন না তারা। ভারতের এই খেলার ধরন পছন্দ মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরও। যেভাবে ক্রিকেট খেলার ধরনে বদল এসেছে তা ভালো লেগেছে তার। ধোনি জানিয়েছেন, ড্রয়ের মতো বিরক্তিকর আর কিছু নেই।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধরনে এ বদল নিয়ে ধোনি বলেন, 'এ ধরনের ক্রিকেটকে যেকোনো নামে ডাকা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা হলো, ক্রিকেটে বদল এসেছে। ক্রিকেট খেলার ধরনে বদল এসেছে। আগে এক দিনের ক্রিকেটে যে রান করে দল জিতত, এখন টি-টোয়েন্টিতেও সে রান তাড়া হয়ে যাচ্ছে। দিনের শেষে এটা খেলা একটা ধরন। এ আগ্রাসি ক্রিকেট আমার পছন্দ।'

ভারতের হয়ে ৯০টি টেস্ট খেলা ধোনি মনে করেন, পাঁচ দিন খেলে ড্র করার মতো বিরক্তিকর আর কিছু নেই। ড্র নিশ্চিত জানার পরও পঞ্চম দিন মাঠে থাকার যে যন্ত্রণা সে অভিজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি। ধোনি বলেন, 'টেস্ট ড্র হবে জানার পরও পঞ্চম দিন খেলতে নামতে আমার সবচেয়ে বিরক্তি লাগত। কারণ অনেক সময় গোটা দিন কিপিং করতে হতো। আমি জানি যে ম্যাচ ড্র হবে। কোনোভাবেই ফলাফল হবে না। ব্যাটার, বোলাররাও সারা দিন ধরে পরিশ্রম করছে। এত কিছুর পর খেলা ড্র হচ্ছে। এর থেকে বিরক্তিকর আর কিছু হয় না।'

কয়েক বছরে ভারতের খেলার ধরন বদলেছে। ফলে কমেছে ড্রয়ের সংখ্যাও। এখন বেশিরভাগ টেস্টে হারজিত দেখা যাচ্ছে। ধোনির মতে, খেলায় যেকোনো দল জিততে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলাফলটাই আসল। তিনি বলেন, 'ভাবুন তো, পাঁচ দিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত মাঠে থাকার পর দেখলেন খেলা ড্র হলো। এটা তো কোনোভাবেই ক্রিকেটের ভালো বিজ্ঞাপন হতে পারে না। এখন অনেক বেশি টেস্টে ফলাফল দেখা যাচ্ছে। টেস্ট খেলার ধরনে যে বদল এসেছে সেটা আমার খুব ভালো লাগছে।'

১৪৩ রানের লিডে দিন শেষ করল নিউজিল্যান্ড, অস্বস্তিতে ভারত!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়াংখেড়ের পিচে চতুর্থ ইনিংসে কতটা রান তাড়া করা সম্ভব, এ যেন খুবই কঠিন প্রশ্ন। পিচে টার্ন রয়েছে। বাউন্সও। স্পিনাররা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন প্রথম দিন থেকেই। ম্যাচের দ্বিতীয় দিনও স্পিনারদেরই দাপট। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে করা ২৩৫ রানের জবাবে ভারত করে ২৬৩ রান। প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিডের পরও খুব একটা স্বস্তিতে থাকা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ১৭১-৯। দিনের শেষ ওভারে ম্যাট হেনরির উইকেট নেন জাডেজা। সব মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের লিড ১৪৩। তৃতীয় দিন সকালে আর কোনও রান যোগ না করতে দিলেও ভারতকে ১৪৪ রান তুলতে হবে। যা এই পিচে জলভাত নয়। এর জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে গ্লেন ফিলিপসকেও। পুনের মতো টার্নিং পিচ। তারপরও অবশ্য দুই পেসারেই কম্বিনেশন সাজিয়েছে দু-দল। নিউজিল্যান্ড দুই পেসার খেলাচ্ছে। সঙ্গে ড্যারেল মিচেলের মতো মিডিয়াম পেসার অলরাউন্ডার রয়েছেন। পেসার ম্যাট হেনরিকে ৮ ওভার বোলিং করানো হলেও উইল ও'রুরকিকে মাত্র ২ ওভার ব্যবহার করানো হয়। ফিল্ডিং করতে করতে তিনিও হয়তো ভাবছিলেন, কেন তাঁকে খেলানো হচ্ছে! এ দিন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেশনে ১৪ উইকেট পড়েছে। এর মধ্যে পেসার আকাশ দীপের ঝুলিতে এক উইকেট।

ভারত প্রথম ইনিংসে আরও একটু লিড হয়তো নিতেই পারত। যদিও শুভমন গিল আউট হতেই বাকি রানটা কার্যত বোনাস হয়ে দাঁড়ায়। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আজই শেষ হয়ে যেতে পারত। দিনের শেষ ওভারে এক উইকেট পড়ে। আর একটু সময় পেলে আজই নিউজিল্যান্ডকে অলআউট করার সুযোগ ছিল। রবীন্দ্র জাডেজা যে বোলিংটা করছিলেন তাতে প্রত্যাশা করাই যায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে কিউয়ি ব্যাটারদের মধ্যে হাফসেঞ্চুরি উইল ইয়ংয়ের। তবে গ্লেন ফিলিপসের কথা আলাদা করে বলার কারণ, বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন তিনি। ১ বাউন্ডারি এবং ৩টি ওভার বাউন্ডারি মারেন। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে দাপট ছিল জাডেজা এবং সুন্দরের। দ্বিতীয় ইনিংসে জাডেজার ঝুলিতে চার, অশ্বিনের তিন। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ফাইফারের সুযোগ রয়েছে জাডেজার। এর জন্য তৃতীয় দিনের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের শেষ উইকেটটা নিতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে

ভারতের প্রধান কোচের ভূমিকায় লক্ষ্মণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে ভারত। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই কিউইদের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছেন বিরাট কোহলিরা। সিরিজে বাকি এখনো একটি ম্যাচ। এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ভারতের। অবশ্য এই সিরিজটি এই সময়ে হওয়ার কথা ছিল না। তবে, সম্প্রতি আলোচনা করে এই সূচি নির্ধারণ করে বিসিসিআই ও সিএসএ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচ তিনটি অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৮, ১০ ও ১৩ নভেম্বর। এরপর ২২ নভেম্বর থেকে শুরু গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডার-গাভাস্কার টেস্ট সিরিজ। তাই অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ ম্যাচের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত। সেই কারণে নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মধ্যবর্তী সময়ে প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে আর কোথাও জড়াবে না বিসিসিআই। স্বল্প বিরতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে টেস্ট দল নিয়ে উড়াল দেবেন গম্ভীর।

ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-টোয়েন্টি দলের সঙ্গে প্রয়োজন আরেকজন প্রধান কোচ। আপাতত ভিভিএস লক্ষ্মণ পাচ্ছেন এই দায়িত্ব। আগেও ভারপ্রাপ্ত কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড- সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), রিংকু সিং, তিলক ভার্মা, জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রমনদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণই, আর্শদীপ সিং, বিজয়কুমার বৈশাখ, আবেশ খান, যশ দয়াল।

টেন হাগকে

বরখাস্ত করল ইউনাইটেড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এরিক টেন হাগকে কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এক বিজ্ঞপ্তিতে এটা নিশ্চিত করেছে তারা। রুড ভ্যান নিস্টলরয়কে অন্তবর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইউনাইটেড। এ সময়ে হেড কোচ খোঁজার কাজ চালিয়ে যাবে ক্লাবটি।

বিজ্ঞপ্তিতে ইউনাইটেড জানায়, 'এরিক টেন হাগ ২০২২ সালের এপ্রিলে ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে নিয়োগ পান। তার অধীনে ইউনাইটেড দুটি ঘরোয়া ট্রফি জিতেছে। ২০২৩ সালে কারাবাও কাপ ও চলতি বছরে এফএ কাপ। আমরা ক্লাবের প্রতি এরিক যা করেছে তার জন্য কাছে কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতের জন্য তাকে শুভকামনা জানাই।'

প্রিমিয়ার লীগে শেষ ৯ ম্যাচের মধ্যে ৩ জয়ের বিপরীতে ৪টিতে হেরেছে রেড ডেভিলসরা। বাকি দুটি ড্র। সর্বশেষ গতকাল ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছে তারা।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR